দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN. 23 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৫ .....

কলকাতা বইমেলায় ১৫টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ কলকাতায় বাংলাদেশের সৃজনশীল বইয়ের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৫টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কলকাতা বইমেলায় অংশ নিতে যাচ্ছে। আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা। গত বছর প্রায় পাঁচ লাখ রুপী মূল্যের বই বিক্রির পর বাংলাদেশের প্রকাশকদের এই মেলা সম্পর্কে আগ্রহ বেড়েছে। কলকাতায় বাংলাদেশী বইয়ের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে বলে জানালেন সংশ্লিষ্ট কয়েকজন প্রকাশক। মেলা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলাদেশের বই কেনার যে সমস্যা ছিল তা দূর করায় এবছর বইয়ের কেনাবেচা বেশ ভাল হবে বলে প্রকাশকরা আশাবাদী। তবে সৃজনশীল প্রকাশকদের ক্ষোভ হচ্ছে, এই মেলা নিয়ে সরকারের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা পর্যাপ্ত নয়।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দাবি

'৯৯ সাল থেকে বাংলাদেশের কয়েকজন সৃজনশীল প্রকাশক কলকাতা বইমেলায় অংশ নিয়ে আসছেন। এই মেলায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজন প্রকাশক জানান, কলকাতার পাঠকদের বাংলাদেশী বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষ করে রেফারেন্স বুক ও প্রবন্ধের বই বেশ ভাল চলে। হুমায়ূন আহমেদসহ কয়েকজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের উপন্যাসেরও বেশ চাহিদা রয়েছে। কম্পিউটারের ওপর বাংলা বইয়েরও রয়েছে প্রচুর ক্রেতা। কলকাতায় বাংলাদেশী বইয়ের চাহিদা বাড়লেও খরচের কথা বিবেচনা করে আগ্রহ থাকলেও অনেক প্রকাশক এগিয়ে আসছেন না। কারণ স্টল তৈরি, বই পাঠানো ও ফেরত আনা, যাতায়াত, প্রত্যেক প্রকাশকের সঙ্গে দু'তিনজন লোক নেয়া প্রভৃতি বাবদ অনেক খরচ পড়ে যায়। তাই প্রকাশকদের দাবি কলকাতায় বাংলাদেশের বই জনপ্রিয় করতে এবং প্রকাশকদের আগ্রহ বাড়াতে সরকারের কিছুটা কনট্রিবিউট করা দরকার। বিশেষ করে স্টলটা সরকার নির্মাণ করে দিলেই প্রকাশকরা খুশি। এ কথা জানালেন বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের নির্বাহী পরিচালক মজিবর রহমান খোকা। তিনি বললেন, কলকাতা বইমেলায় অংশ নেয়াটা বেশ খরচের ব্যাপার এবং প্রকাশকের ওপর প্রচণ্ড আর্থিক চাপ পড়ে। সব খরচই বহন করেন প্রকাশকরা। সরকারী উদ্যোগে স্টল নির্মাণ করে দেয়া হলে প্রকাশকদের 'অংশগ্রহণ বাড়বে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী, বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের পরিচালক এবং পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির যুগ্ম মহাসচিব ওসমান গণি জানান, কলকাতা বইমেলা আমাদের একুশে বইমেলার চেয়ে জমজমাট হয় এবং মেলা থাকে উৎসবমুখর, গোছালো ও পরিচ্ছন্ন। বাংলাদেশের বই প্রমোট করার জন্য এই মেলায় বাংলাদেশের প্রকাশকদের অংশগ্রহণ এবং সরকারের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা জরুরী বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

এবছর কলকাতা বইমেলায় অংশ ইউপিএল, সাহিত্যপ্রকাশ, বিদ্যাপ্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, অনন্যা, অন্যপ্রকাশ, আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, মদীনা পাবলিকেশনস, বাংলাদেশ কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি, পাঠক সমাবেশ, জ্ঞানকোষ, থিয়েটার, খোশরোজ পাবলিকেশনস, ইউনেস্ট ওয়েজ ও মাওলা ব্রাদার্স।